ফায়সাল সাহেবকে বলছি !!!

অভিজিৎ রায়।

ফায়সাল সাহেব প্রেম ভালবাসা নিয়ে ছিলেন ভালই ছিলেন। মারামারি আর হানাহানির দুনিয়ায় উনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটু ভালবাসার টিপস দিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্ষতি কি! আমারাও অজ্ঞজনেরা একটু আধটু আমোদ পাচ্ছিলাম। ভাবলাম উনি উনার কথা রাখবেন; ধর্ম নিয়ে বা 'মুক্ত-মনা- ইসলামিস্ট' বিতর্ককে কেন্দ্র করে কিছু লিখবেননা বলে প্রথম থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। শেষ মেষ আর সবার মতই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলেন না। ঠিকি খুঁজে খুঁজে মুক্ত-মনাদের ধরাশায়ী করার জন্য চটকদার এক শিরোনামে ('হায় মুক্ত-মনা') প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। বলেছেন উনি আল্লাহয় বিশাসী। তা বিশ্বাসী যে সে তো আর বলে দিতে হয় না। না হলে 'মুক্ত-মনা'দের ঘায়েল করবার জন্য কলম ধরবেন কেন!

যা হোক, অল্প কথায় তাঁর আভিযোগগুলোর জবাব দেই। তিনি বলেছেন বঙ্গসন্তানেরা কেন ইসলাম নিয়ে এত বেশী উঠে পড়ে লেগেছে! এর জবাবটা ইদানিংকালের বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা পড়লেই আর বিশ্বের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলেই পেয়ে যাবেন। অনেকেই ভেবে থাকেন সকল ধর্মের সমান সমালোচনা করলেই বুঝি নিরপেক্ষ হওয়া গেল। এ ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। 'মুক্তমনারা সব ধর্মের বিরুদ্ধে সমান সমালোচনা করে না' -প্রায়শই এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় । এই ব্যাপারটা হয়ত সত্য। তাতে আমি তেমন অসুবিধাও দেখছি না। অনেক 'সেক্যুলার' বলে দাবীদার ব্যক্তিরাও খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। অনেকেই ভাবেন সব ধর্মের বিরুদ্ধে সব সময়ই সমানভাবে সমালোচনা করলেই বোধ হয় নিরপেক্ষ হওয়া গেল। না - সব ধর্মই সমান সমালোচনাযোগ্য নয় বা সমান violent নয়। উদাহরন - বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম, জৈন ধর্ম। এই ধর্মগুলোর ধর্ম গ্রন্থে intolerant স্লোক খুঁজে পাওয়া দুস্কর - যেমনটি কোরাণ ঘাটলেই পাওয়া যায়। সব ধর্মের অনুসারীরাই ৯/১১ এর মত বড় সহিংস ঘটনা ঘটায় নি। সব ধর্মগ্রন্থেই সতীদাহ নেই, শরীয়া নেই। সব ধর্মই বিন লাদেনের জন্ম দেয় নি। কাজেই সব ধর্ম নিয়ে সব সময় সবার সমান মাথা-ব্যথা থাকতে হবে - এটা কোন বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার হতে পারে যে, জাহেদ, কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, জাফর উল্লাহ - মুক্তমনার নিয়মিত লেখকরা ইসলামিক ব্যকগ্রাউন্ড থেকেই উঠে এসেছেন বলে তারা 'নিজেদের ধর্মের' ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কেই লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অর্থহীন। আর 'জনাব ভালবাসা' (তুচ্ছার্থে নয়) বোধ হয় এটাও খেয়াল করেছেন, যাদের উনি ইসলাম-বিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করছেন তারা কেউই spiritual সুফীবাদের সমালোচনা করছেন না, করছেন violent ওহাবিজমেরই। আর বাংলাদেশের কথা বললে তো ব্যাপারটা আরো ভয়ানক। কারা রমনা বটমুলে, উদীচীর অনুষ্ঠানে, সিপিবি-আওয়ামীলীগের অফিসে, সিনেমা হলে প্রতিনিয়ত বোমা মারছে তা পাগলেও বুঝবে! এগুলো কি শান্তিকামী বৌদ্ধভিক্ষুরা ঘটাচ্ছে নাকি ইসলামিষ্টরা? হুমায়ুন আজাদের মত প্রথিতযশাঃ রাজনীতির সাথে সম্পর্কবিহীন মানুষটাকেও ছেড়ে দিল না। কেন? কারণ উনি ইসলামের সমালোচনা করেন বলে, তাইতো? এত কিছুর পরে সমালোচনার পাল্লাটা যদি ইসলামিস্টদের দিকেই একটু বেশী হেলে পড়ে তবে কি দোষ দেওয়া যায়, ফায়সাল সাহেব?

ফায়সাল সাহেব বলেছেন মুক্ত-মনাদের ইসলাম নিয়ে সমালোচনায় উনি নাকি রক্তাক্ত হচ্ছেন। ভাই আর যাই করি কাউকে রক্তাক্ত করার বাসনা নাই। আপনি আমাদের যতই সমালোচনা করেন, গালাগালি করেন, নির্দোষভাবে যুক্তিগুলোই খন্ডন করে যাব, কথা দিলাম। কাউকে প্রাণসংহারের কোন বাসনা মুক্ত-মনাদের নাই। কিন্তু একই ধরনের আশ্বাস ইসলামিষ্টদের কাছ থেকে মুক্তমনারা পায় কি?

ধর্মের দিক থেকে সরে এবার রাজনীতির দিকে বরং যাই। নিরপেক্ষতার ব্যাপারটা ফয়সালের কাছে আরো পরিস্কার হবে। আজকে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করে যত গাদা গাদা লেখা প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়, তার সিকিভাগের একভাগও অন্যদেশকে নিয়ে হয় না। ফায়সাল সাহেব কি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার দাবী করেন? যেব্যক্তি আমেরিকার ফরেন পলিসির সমালোচনা করছে, তার যে নিরপেক্ষতা জাহির করার জন্য পাশাপাশি নাইজেরিয়া, রাশিয়া, ভুটান, সোমালিয়া, হাঙ্গেরীরও সমালোচনা করতে হবে - এর তো কোন মানে নেই। যদিও সবাই জানে যে নাইজেরিয়া দুর্নীতিতে প্রথম সারিতে। আর রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আমলে মানবতার যে লংঘন হয়েছে সেটাও খুব পরিস্কার। কেউ যদি সেগুলো নিয়ে লিখতে চায় তো লিখতে পারে, অসুবিধা তো নাই। আজকে সেতারা হাসেম বা জিয়াউদ্দিন আমেরিকার ফরেন পলিসি নিয়ে চিরকুট আর প্রবন্ধের বন্যা ভাসিয়ে দিয়েছেন, অন্য দেশের পলিসি নিয়ে লিখছেন না কেন? কারণটা অতি পরিস্কার। আমেরিকার পলিসি গোটা বিশ্বকে যেভাবে নাড়া দিচ্ছে ভুটান বা নাইজেরিয়ার পলিসি সেইভাবে বিশ্বকে নাড়াচ্ছে না। আজ উগ্র যুদ্ধবাদী বুশ WMD, আল-কায়দা সহ অজস্র ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে ইরাক আক্রমণ করল। এই ব্যাপারটির সমালোচনা তো হওয়াই উচিৎ। সেতারা হাসেম জিয়াউদ্দিনরা ঠিক সেইটিই করছেন, এবং সে জন্য আমি তাদের সাদুবাদ জানাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ফায়সাল সাহেব বুঝতে পারলেও ধর্মের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে 'সব ধর্মের সমান সমালোচনার' তত্ত্ব নিয়ে আসেন। ছদ্দ-নিরপেক্ষতা আর কাকে বলে! এই মুহূর্তে যখন লেখাটি লিখছি স্পেনের মাদ্রিদে এক ব্যাপক বোমা হামলায় ২০০ জনের মত প্রাণহানির একটি খবর ফলাও করে টিভিতে প্রচার করছে। অনেকেই আলকায়দার কাজ বলে সন্দেহ পোষন করছেন। এমনতর ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটেই চলেছে। ঘটনা ঘটবে কিন্তু সমালোচনা করা যাবে না - এই যদি হয় নীতি, তবে আমি তর্কে ক্ষান্ত দিতে চাই।

ফায়সাল সাহেব আমার আরবী জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ পোষন করেছেন। বলেছেন আমি কোরানের সমালোচনা করেছি ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ পড়ে। অতএব এই সমালোচনার কোন মূল্য নাই। বেশ ভাল কথা। আমার আরবী জ্ঞান আছে কিনা সে ব্যাপারে পরে আসছি। তার আগে বলুন অনুবাদ পড়ে সমালোচনা করলে সমস্যাটা কোথায়? প্রথমতঃ কোরানের অনুবাদ তো আমার মত ছাপোষারা করেননি। ইউসুফ, দাউদ, পিকথাল, সাকির - এদের মত বিখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞরা করেছেন। কোন মুসলমান 'তাঁদের অনুবাদে ভুল আছে' - এই অজুহাতে অনুবাদকে বাতিল করার দাবী তোলেননি। আর ইউসুফ পিকথালরাও পারষ্পরিক অনুবাদের গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেন। ফায়সাল সাহেবের মত ব্যক্তিরা যারা 'আনুবাদ পড়ে সমালোচনা করা চলবে না' বলে মত প্রকাশ করেন তাদের আরবীর জ্ঞানও ইউসুফ সাহেবদের সমতুল্য নয়। আর দ্বিতীয়তঃ অনুবাদের তারতম্যের কারণে আয়াতের অর্থ পুরোপুরি বদলে যেতে পারে না। ধরা যাক একটি আয়াতে স্ত্রীকে 'প্রহার' করার কথা বলা আছে। অনুবাদের তারতম্যের কারণে 'প্রহার' পরিবর্তিত

হয়ে ‘আদর-সোহাগ’ -এ পরিণত হতে পারে না। অনুবাদকদের ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অনুবাদে কখনই ‘kill' পরিবর্তিত হয়ে ‘kiss’ হয়ে উঠবে না; কিংবা ‘yes’ হবে না ‘no’। হিংসা, ভালবাসা, ক্রোধ ঘৃনাকে পৃথিবীর সর্বত্রই একই ভাষাতে, একইভাবে প্রকাশ করা হয়। ফায়সাল সাহেব অনুবাদ নিয়ে এধরনের যুক্তি হাজির করার আগে ব্যাপারগুলো ঠিকমত ভেবে নিলে পারতেন। যাকগে, ফায়সাল সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন, যে আমি ছেলে বেলায় আরবী বা ইসলাম বিষয়ে পড়েছি কিনা। আসলে আমাদের স্কুলে হিন্দু ধর্মের কোন শিক্ষক পাওয়া না যাওয়ার কারণে বেশ বড় একটা সময় ইসলাম ধর্ম পড়তে হয়েছে, অনেকটা বাধ্য হয়েই। তবে এই ব্যা[পারটি আমাদের বিতর্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে এই প্রসঙ্গের উত্থাপনকে এমুহূর্তে অযৌক্তিক মনে করছি।

আমার পৃথিবী ঘুরার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জটি শুধু আবিদ, ফাহমিদাদের জন্য আপনাকে কে বলল? এটা সত্য একটি প্রবন্ধ ভিন্নমতে মাহফুজ সাহেবের উত্তরে এবং আবিদ সাহেবের সাথে বিতর্কের ফলশ্রুতিতে লেখা হয়েছিল, কিন্তু এটা যে কোন বিদগ্ধ মৌলানা, পন্ডিতের জন্যও প্রযোজ্য। চেষ্টা করে দেখুন না কোন জ্ঞানী-গুনী মৌলানা পান কিনা !

শেষমেষ আশা করব আমার বক্তব্যের কারণে ফয়সয়াল সাহেব মনে যেন কোন কষ্ট না রাখেন। আফটার অল উনি ‘ভালবাসার মানুষ’। তার মনের ভালবাসাটুকু বজায় থাকুক এই কামনা করি। তবে ধর্ম বা আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে মানুষের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে দেখলে আরো খুশী হতাম।